দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ... SEP. 14 1998
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৬

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় সমীপে ঃ সত্বর ফল প্রকাশের আবেদন

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে অভিযোগের শেষ নাই। পত্র-পত্রিকার চিঠিপত্র কলামে প্রায়শঃই সেসব অভিযোগ প্রকাশিত হইয়া থাকে। ১৯৯২ সালে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল সেশনজট মুক্ত এবং যথাসময়ে পরীক্ষার ফল প্রকাশ করা। অথচ প্রতিষ্ঠানটি ইতিমধ্যেই সেশনজটের পাঁকে আটকা পড়িয়াছে। আর পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশের ক্ষেত্রেও দীর্ঘসূত্রতার রেকর্ড সৃষ্টি করিয়াছে। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য, গত বৎসরের ২০শে আগষ্ট আমাদের এম, কম পরীক্ষা শুরু হয় এবং ভয়াবহ বন্যার কারণে দীর্ঘদিন পরীক্ষা স্থগিত থাকিবার পর চলতি বৎসরের জানুয়ারীতে আসিয়া তাহা সমাপ্ত হয়। তাহার পর প্রায় আট মাস পার হইয়া গেল। অথচ ফল প্রকাশের কোন লক্ষণ এ পর্যন্ত দেখা যাইতেছে না। এমতাবস্থায় পরীক্ষার ফল যাহাতে সত্বর প্রকাশিত হইতে পারে, সেজন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট বিনীত আবেদন জানাইতেছি।

সুজিত সাহা,
কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজ,
কুমিল্লা।

॥ ২ ॥

আমরা ১৯৯৫-৯৬ শিক্ষাবর্ষে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে মাস্টার্স (প্রথম পর্ব) শ্রেণীতে ভর্তি হই। আমাদের '৯৬ সালের মাস্টার্স (প্রথম পর্ব) পরীক্ষা শুরু হয় '৯৮ সালের ২০শে আগষ্ট। ইতিমধ্যে এক বৎসর গত হইয়াছে। এদিকে '৯৭ সালের মাস্টার্স (প্রথম পর্ব) পরীক্ষা আরম্ভ হইবে আগামী ১২ই অক্টোবর হইতে। অথচ পূর্বের বৎসরের অর্থাৎ আমাদের পরীক্ষার ফলাফল এখনও প্রকাশিত হইল না। মাস্টার্স (প্রথম পর্ব) এক বৎসরের কোর্স। কিন্তু তাহা সম্পন্ন করিতে চার বৎসর পার হইয়া যাইতেছে। যে সেশন জট কমাইবার উদ্দেশ্য নিয়া জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সৃষ্টি, তাহা যদি না কমিয়া বাড়িতেই থাকে, তবে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিয়া লাভ কী হইল ? যাহা হউক, আমাদের পরীক্ষার ফলাফল যথাশীঘ্র সম্ভব প্রকাশের উদ্যোগ নিতে সংশ্লিষ্ট উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

জুয়েল,
ব্যবস্থাপনা বিভাগ,
আনন্দমোহন বিশ্ববিদ্যালয়
কলেজ, ময়মনসিংহ।